প্রথম ভাগ।

কৃত্তিবাসপ্রণীত রামায়ণ হইতে
সঙ্কলিত।

কলিকাতা

সংস্কৃত যন্ত্র।

সংবৎ ১৯৪৫।

PUBLISHED BY THE CALCUTTA LIBRARY,

No 25, SOOKEA'S STREET, CALCUTTA

1888.

পদ্যসংগ্রহ
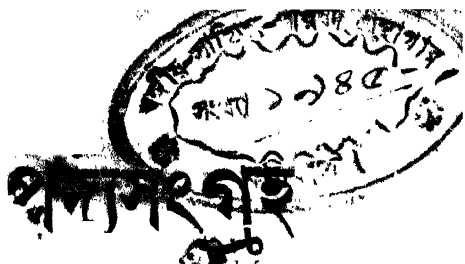
ভাগ

দশরথের জন্ম

১। বিদর্ভরাজের কন্যা, ইন্দুমতী নাম,
ভুবনমোহিনী রূপে, সর্ব্বগুণধাম।
স্বয়ংবরা (১) হইতে কন্যার হৈল মন ;
বিনয়ে, পিতার অগ্রে, করে নিবেদন।
স্বয়ংবরা হতে মম হইয়াছে মন।
যদি মত হয়, পিতঃ! কর আয়োজন।
কন্যার বাসনা শুনি, বিদর্ভভূপতি
স্বয়ংবরে, (২) হৃষ্ট মনে, দিলেন সম্মতি।

(১) যে কন্যা, সভায় সমবেত বিবাহার্থী ব্যক্তিবর্গের মধ্য হইতে, স্বয়ং পতি মনোনীত করিয়া লয়েন।

(২) যে বিবাহে কন্যা স্বয়ং পতি মনোনীত করিয়া লয়েন।

পাইয়া রাজার আজ্ঞা, কর্ম্মচারিগণ
সত্বর করিল সর্ব্ববিধ আয়োজন।
যত ছিল মহীপাল অবনিমণ্ডলে,
স্বয়ংবরনিমন্ত্রণে আইলা সকলে।

২। বসিলেন সভাস্থলে যত রাজগণ।
করেন বিদর্ভমহীপতি নিবেদন।
এক কন্যা দানযোগ্য আছে মম ঘরে;
অনুজ্ঞা পাইলে, তারে আনি স্বয়ংবরে(১)।
শেষে যদি নাহি হয় বিরোধঘটন;
তবে আমি আনি কন্যা; এই নিবেদন।
কন্যা মম বরমাল্য (২) দিবেক যাঁহারে;
রাখিব তাঁহারে, দিয়া বিদায় সবারে।
ভাল ভাল, বলিলা সকল মহীশ্বর,
সাজাইয়া ইন্দুমতী আনহ সত্বর।

---

(১) স্বয়ংবরা কন্যার বিবাহার্থী ব্যক্তিবর্গ যে সভায় সমবেত হয়েন।

(২) কন্যা, স্বয়ং পতি মনোনীত করিয়া, তাঁহার গলায় স্বহস্তে যে মালা পরাইয়া দেন।

৩। কেশ আঁচড়িয়া তার কুন্তল (১) বাঁধিল ;
বিবিধ পুষ্পের মালা সাজাইয়া দিল ;
কপালে সিন্দূর দিল, নয়নে কজ্জল ;
নানাবিধ অলঙ্কার করে ঝলমল।
রূপে আলো করি, বালা চলিলা সাজিয়া।
সহচরীগণ সঙ্গে চলিল ঘেরিয়া।
যে জন করয়ে ইন্দুমতীনিরীক্ষণ,
আহা মরি, কিবা রূপ, বলে অনুক্ষণ।
হইয়া আহ্লাদে মগ্ন, বলে রাজগণ,
যে পাবে এ কন্যা, তার সার্থক জীবন।

৪। ইন্দুমতী, একে একে, দেখি রাজগণ,
অজের নিকটে, শেষে, করিলা গমন।
ধনলাভে তুষ্ট যেন দরিদ্রের মন ;
অজে দেখি, ইন্দুমতী হইলা তেমন।
হইয়া আহ্লাদভরে পুলকিত অতি,
গলে মাল্য দিয়া বলে, তুমি মম পতি।
বরমাল্য সমর্পিত দেখি অজগলে,
ক্রুদ্ধ হয়ে, যত রাজা সভা হৈতে চলে।

---

(১) খোঁপা।

অরণ্যে প্রবেশ করি, হয়ে একমন,
অজকে মারিতে যুক্তি করে রাজগণ ।

৫। কন্যাদান কৈলা রাজা, করিয়া কৌতুক (১) ;
নানা রত্ন, হস্তী, অশ্ব, দিলেন যৌতুক(২) ।
তিন দিন থাকি অজ বৈদর্ভের ঘরে,
পত্নী সহ চলিলেন অযোধ্যা নগরে ।
আছেন নিদ্রিত অজ ; চলিতেছে রথ ;
অকস্মাৎ, রাজগণ আগুলিলা পথ ।
মার মার বলি, সবে হৈলা উপস্থিত ।
দেখি, ইন্দুমতী ভয়ে হইলা কম্পিত ।
হইলেন কোলাহলে অজ জাগরিত ;
বলেন, বিষম কাণ্ড এ কি উপস্থিত ।
ইন্দুমতী বলে, নাথ ! কি হয় এখন ;
দুষ্ট অভিপ্রায়ে, ঘেরিয়াছে রাজগণ ।
সৈন্য সহ, আছে সবে পথ আগুলিয়া ;
আমায় কাড়িয়া লবে, তোমায় মারিয়া ॥

---

(১) আমোদ, আহ্লাদ ।

(২) বিবাহের পর, বর ও কন্যাকে যাহা দেওয়া যায় ।

৬। অজ বলে, প্রিয়ে! তুমি না করিও ভয়;
সমরে জিনিব সবে, নাহিক সংশয়।
এক বাণ বিনা, যদি দুই বাণ মারি,
বৃথা জন্ম সূর্য্যবংশে, বৃথা অস্ত্র ধরি।
এত বলি, নৃপগণে করি তৃণজ্ঞান,
রথোপরি দাঁড়াইলা, লয়ে ধনুর্ব্বাণ।
গান্ধর্ব্ব বাণের গুণ বিদিত সংসারে;
অজ্ঞান করিয়া রাখে, প্রাণে নাহি মারে।
বিবেচিয়া, ত্যজিলেন অজ সেই বাণ।
অজ্ঞান হইলা সবে, নাহি গেল প্রাণ।
এই রূপে, পরাস্ত করিয়া রাজগণে,
উপস্থিত হৈলা অজ অযোধ্যাভবনে।
নয়নগোচর করি নব বধূ বর,
উৎসবে হইল পূর্ণ সমস্ত নগর।

৭। অজের মহিষী, গুণবতী, ইন্দুমতী
হইলেন, কিছু কাল পরে, পুত্রবতী।
তনয় হইল, যেন অভিনব কাম।
দশরথ বলিয়া রাখিল তার নাম।

দশরথের রাজ্যপ্রাপ্তি

৮। এক দিন, রাজা অজ, মহিষীর সনে,
মনের আনন্দে, বিহরেন (১) উপবনে (২)।
সেই কালে, বীণাপাণি মহর্ষি নারদ
ভ্রমেন আকাশপথে, করিয়া প্রমদ (৩)।
পারিজাতমালা ছিল তাঁহার বীণায়,
বাতাসে উড়িয়া পড়ে মহিষীর গায়।
পারিজাতমালাস্পর্শে, হয়ে অচেতন,
ত্যজিলেন ইন্দুমতী সহসা জীবন।

৯। ইন্দুমতীশোকে অজ হইয়া কাতর,
অহোরাত্র, বিলাপ করেন বহুতর।
আহার, বিহার, রাজকার্য্য আলোচন,
এক কালে, সকলে দিলেন বিসর্জ্জন।

---

(১) বিহার করেন।

(২) বাগানে, উদ্যানে।

(৩) আমোদ।

দিন দিন, তনু ক্ষীণ, হৃদয় বিকল;
ক্রমে ক্রমে, প্রবল হইল শোকানল।
হইল বিফল বশিষ্ঠের উপদেশ।
দিন দিন বাড়িতে লাগিল মনঃক্লেশ।
এই রূপে, শোকে জীর্ণ হয়ে, নরপতি
যাইলেন, অবিলম্বে, কৃতান্তবসতি (১)।
বশিষ্ঠের মতে, তবে, রাজমন্ত্রিগণ
দশরথহস্তে কৈলা রাজ্যসমর্পণ॥

---

(১) যমালয়।

বিশ্বামিত্রের যজ্ঞ

রাক্ষসের উপদ্রবনিবারণার্থে, বিশ্বামিত্র, দশরথের নিকটে গিয়া, রাম ও লক্ষ্মণকে স্বীয় আশ্রমে লইয়া যাইবার নিমিত্ত প্রার্থনা করেন। তদনুসারে, রাম ও লক্ষ্মণ তদীয় আশ্রমে উপস্থিত হইলেন।

১০। রামচন্দ্রে নিরখিয়া (১), যত তপোধন
আনন্দসাগরে সবে হইলা মগন।
রজনী বঞ্চিয়া (২) সুখে, শ্রীরাম লক্ষ্মণ,
প্রভাতে, বিনয়ে করিলেন নিবেদন।
আসিয়াছি দুই ভাই, করিতে যে কাজ,
সে বিষয়ে অনুমতি কর, ঋষিরাজ!
মহর্ষি বলেন, শুন, শ্রীরাম লক্ষ্মণ!
অবিলম্বে, করিবেন যজ্ঞ মুনিগণ।
আমরা যখন করি যজ্ঞ আয়োজন;

(১) দেখিয়া, নিরীক্ষণ করিয়া।
(২) কাটাইয়া, অতিবাহিত করিয়া।

উপদ্রব করে দুষ্ট নিশাচরগণ।
শ্রীরাম বলেন, প্রভু! নাহি কোন ভয়;
বিনা বিঘ্নে, হইবে সম্পন্ন সমুদয়।
ত্বরা করি, করুন যজ্ঞের আয়োজন;
নারিবে (১) করিতে বিঘ্ন নিশাচরগণ।

১১। শুনিয়া রামের বাণী, তপস্বী সকলে,
দ্রব্যজাত লইয়া, গেলেন যজ্ঞস্থলে;
পূর্ব্ব মুখে, উপবিষ্ট হয়ে কুশাসনে,
আরম্ভিলা যজ্ঞক্রিয়া আনন্দিত মনে।
লাগিলেন বেদপাঠ করিতে সকলে।
প্রবল প্রভাবে, যজ্ঞকুণ্ডে অগ্নি জ্বলে।
যজ্ঞকুণ্ড হতে ধূম আকাশে উঠিল।
দেখিয়া, রাক্ষসগণ কহিতে লাগিল।
আমরা জীবিত আছি; মুনি যজ্ঞ করে;
যত আছ নিশাচর, সত্বর, সাজ রে।
সৈন্যদল লইয়া, মারীচ নিশাচর,
সত্বর, আইল তপোবনের ভিতর।

---

(১) না পারিবে, পারিবেক না।

১২। রামচন্দ্রে তখন জানান মুনিগণ,
রাজপুত্র! চারি দিকে কর নিরীক্ষণ।
দেখিলেন রঘুবীর, নিশাচরগণ
ব্যাপিয়াছে বসুমতী, না হয় গণন।
ভয়ঙ্কর করি রব, যত নিশাচর,
পাদপ, প্রস্তর লয়ে, আইল সত্বর।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ, করে ধরি শরাসন,
করেন, আকর্ণ পূরি, শরবিমোচন।
শরাঘাতে মরিল অনেক নিশাচর।
অন্য দল আইল, লইয়া ধনুঃশর।
ঘোরতর সংগ্রাম হইল, বহু ক্ষণ।
মারা গেল বহুতর নিশাচরগণ।
হর্ষভরে, করে আশীর্ব্বাদ মুনিগণ;
সবে বলে, জয়ী হন শ্রীরাম লক্ষ্মণ।

১৩। দেখি বহুসংখ্য নিশাচরের নিধন,
কুপিত হইয়া, বলে তাড়কানন্দন (১)।
কোথা গেল রাম, কোথা গেল বা লক্ষ্মণ;

(১) তাড়কা রাক্ষসীর পুত্র মারীচ।

বহুসংখ্য রাক্ষস মারিল কোন জন।
শ্রীরাম বলেন, তাড়কার হন্তা যেই;
দলে দলে, রাক্ষস মারিল রণে সেই।
শুনিয়া, মারীচ, অতি কুপিত অন্তরে,
ঘন ঘন, মারে বাণ রামের উপরে।
মহাবীর রামচন্দ্র, না হয়ে কাতর,
শরবৃষ্টি করিতে লাগিলা নিরন্তর।

১৪। বজ্রবাণ ছাড়িলা রাঘব মহাবীর।
তাহার আঘাতে হৈল মারীচ অধীর (১)।
অস্থির গমনে, চলে মারীচ কাতর;
সাত দিনে, উত্তরিল লঙ্কার ভিতর।
পরাজিত হইয়া, মারীচ লঙ্কাবাসী,
মনদুখে, ত্যজি গৃহ, হইল সন্ন্যাসী;
প্রবেশি অরণ্যে, তপ করে বহুতর;
রামের অনিষ্টচিন্তা হৃদে নিরন্তর।

১৫। মুনিগণ করিলেন যজ্ঞসমাধান (২);
আশিষ করেন রামে, দিয়া দূর্ব্বা ধান।

---

(১) চঞ্চল, ব্যাকুল, হতবুদ্ধি।

(২) যথাবিধি যজ্ঞের সমাপন।

যজ্ঞশেষে, ফল, মূল আদি যাহা ছিল ;
খাইতে সে সব দ্রব্য শ্রীরামেরে দিল।
সে রাত্রি বঞ্চিলা রাম মুনির আশ্রমে।
প্রভাতে একত্র হৈলা মুনিগণ ক্রমে।
মুক্ত কণ্ঠে, বলিতে লাগিলা মুনিগণ,
সামান্য মনুষ্য নহে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
রাক্ষসের ভয় আর কর কি কারণে ;
আশীর্ব্বাদ কর সবে শ্রীরাম লক্ষ্মণে।

রামচন্দ্রের মিথিলাগমন

১৬। বিশ্বামিত্র বলিলেন, শুন, রঘুবর!
মিথিলাতে হইবে সীতার স্বয়ংবর।
করিলা প্রতিজ্ঞা এই জানকীর পিতা,
হরধনু ভাঙিবে যে, তারে দিব সীতা।
শত শত মহীপতি আইসে সভায়,
দেখিয়া হরের ধনু, ভয়েতে পলায়।
দেখিলাম তোমায় যেরূপ বীর্য্যবান্,
হরধনু অক্লেশে করিবে দুই খান।
অতএব, শুন মম বাণী, রঘুবর!
চল, তিন জনে যাই মিথিলা নগর।

১৭। শুনি মুনিবাক্য, রাম বলেন তাঁহারে,
অগ্রে গিয়া, বার্ত্তা দেন জনক রাজারে।
বিশ্বামিত্র মুনি, অগ্রে করিয়া প্রস্থান,
উপস্থিত হইলা জনকসন্নিধান (১)।

---

(১) জনকের নিকট, জনকসমীপে।

বিশ্বামিত্রে দেখিয়া, উঠিল সর্ব্ব জন;
আস্থন বলিয়া, দিল গৌরবে আসন।
মুনি বলিলেন, শুন, জনক রাজন্!
তব গৃহে আইলেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
তাড়কারে মারিলেন হেলায় যে জন;
যাঁর রণে মরিল রাক্ষস অগণন;
সেই রাম, ষোড়শ বৎসর বয়ঃক্রম;
লক্ষ্মণ তাঁহার ভাই; দুই অনুপম (১)।

১৮। এ কথা শুনিয়া, সব রাজসভাজন (২)
কহিল, সীতার বর আইলা এখন।
দলে দলে, লোক সব লাগিল আসিতে,
দেখিবারে শ্রীরাম লক্ষ্মণে, হৃষ্ট চিতে;
বলিতে লাগিল, রাম লক্ষ্মণে হেরিব;
নয়নযুগল আজ সার্থক করিব।
রামে লয়ে, যান মুনি জনকের ঘরে।
লইলেন রামেরে জনক সমাদরে।

---

(১) যাঁহাদের উপমা দিবার স্থল নাই।

(২) রাজার সভাসদ, রাজার সভায় যে সকল লোক থাকেন।

হৃষ্ট চিত্তে, কহিলা জনক নৃপবর,
এত দিনে পাইলাম জানকীর বর।

১৯। কৌশিক বলেন, শুন, শ্রীরাম লক্ষ্মণ!
জনকেরে প্রণাম করহ দুই জন।
গুরুবাক্য অনুসারে, শ্রীরাম লক্ষ্মণ
করিলেন প্রণাম, বিনয়সম্ভাষণ (১)।
আলিঙ্গন দিলেন জনক দোঁহাকারে;
ভাসিলেন অসীম আনন্দপারাবারে (২)।
যথোচিত সমাদর করি, হৃষ্টমতি,
কহিলেন মহামতি জনক ভূপতি।
পারিবেন হরধনু ভাঙিতে যে জন;
করিব তাঁহার করে কন্যাসমর্পণ।
এ কথা শুনিয়া, রাম কমললোচন
করিলেন হরধনুসমীপে গমন।

২০। ছিল যত রাজা তথা, ভাবেন অন্তরে,
দেখিব, কেমনে এই শিশু ধনু ধরে।

---

(১) বিনয় পূর্ব্বক আলাপ, বিনয়পূর্ব্বক আবেদন।
(২) আহ্লাদসাগরে। আনন্দ আহ্লাদ, পারাবার সাগর।

বিস্মিত হইয়া, সবে করে নিরীক্ষণ।
ধনুক উঠাও, রাম! বলে সর্ব্ব জন।
এই কথা শুনি, রাম, সহাস্য বদনে,
ধনুক ধরেন করে; দেখে সর্ব্ব জনে।
বিশ্বামিত্রে জিজ্ঞাসিলা কৌশল্যানন্দন,
আজ্ঞা কর, মুনিবর! কি করি এখন।
মুনি বলিলেন, রাম! দেখাও কৌতুক (১);
পূর্ণ কর মনোরথ, ভাঙিয়া ধনুক।
আজ্ঞা পেয়ে, শ্রীরাম দিলেন গুণে টান;
মড় মড় শব্দে, ধনু হৈল দুই খান।

২১। জনকের আনন্দের সীমা না রহিল।
চারি দিকে, নানা বাদ্য বাজিতে লাগিল।
তখন মিথিলাপতি, হর্ষিত অন্তরে,
বিশ্বামিত্রে লয়ে যান কিঞ্চিৎ অন্তরে।
সবিনয় বচনে করিয়া সম্বোধন,
জনক বলেন, প্রভু! করি নিবেদন।

---

(১) বিস্ময়, চমৎকার; অর্থাৎ হরধনু ভাঙিয়া, সকল লোককে চমৎকৃত কর।

ভাগ্যবলে, রাম সহ তব আগমনে,
পূর্ণ মম মনস্কাম হইল এক্ষণে।
দয়া করি, কর তাহা, দয়ার সাগর!
বিবাহ যাহাতে হয় সম্পন্ন সত্বর।

২২। এই কথা শুনি, মুনি গাধির নন্দন
সত্বর গেলেন যথা (১) শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
মুনি বলিলেন, রাম! এই আমি চাই;
বিবাহ করিয়া, গৃহে যাও দুই ভাই।
রাম কহিলেন, প্রভু! শুন নিবেদন,
আগে চল, যাই সবে অযোধ্যা ভুবন।
বহু দিন, আসিয়াছি তোমার সহিত;
বিলম্ব হইলে, পিতা হবেন ভাবিত।
চারি ভাই জন্ম লইয়াছি, এক দিনে;
সবারে ছাড়িয়া, করি বিবাহ কেমনে।
যিনি চারি ভ্রাতারে দিবেন কন্যা চারি;
চারি ভাই বিবাহ করিব গৃহে তাঁরি।

২৩। ইহা শুনি, বিশ্বামিত্র, হইয়া ভাবিত,
হইলেন জনকসমীপে উপস্থিত।

---

(১) যেখানে, যে স্থানে।

বিশ্বামিত্রে দেখি, রাজা বলিলেন, মুনি!
বিবাহের কি স্থির হইল, বল, শুনি।
বিশ্বামিত্র বলিলেন, শুনহ রাজন্!
বিবাহ করিতে নহে রামের মনন (১);
কহিলেন, বহু কাল, ছাড়িয়াছি ঘর;
বিলম্ব হইলে, পিতা হবেন কাতর।
এক স্থানে বিবাহ করিব চারি ভাই;
ভাই ছাড়ি, বিবাহ করিতে ইচ্ছা নাই।
যে চারি ভ্রাতারে চারি কন্যা সমর্পিবে;
তার গৃহে রামচন্দ্র বিবাহ করিবে।

২৪। শুনিয়া, ভাবেন রাজা, হেঁট করি মাথা,
দুই বই কন্যা নাই, আর পাব কোথা।
অনেক ভাবিয়া, রাজা বিষণ্ণবদন।
শতানন্দ পুরোহিত কহিলা তখন।
কেন, রাজা! হইতেছ এত হতজ্ঞান;
তব গৃহে চারি কন্যা আছে বিদ্যমান।
কুশধ্বজ তোমার কনিষ্ঠ সহোদর;
তাঁর দুই কন্যা আছে অতি মনোহর।

---

(১) ইচ্ছা, অভিপ্রায়, মনোগত ভাব।

তোমার দুহিতা দুই পরম সুন্দর।
চারি জনে চারি কন্যা সমর্পণ কর॥

২৫। হর্ষিত হইয়া, মুনি গাধির কুমার,
রামের সমীপে গিয়া, দিলা সমাচার।
শুন, রাম! নাহি দেখি ইহাতে বাধক(১);
চারি জনে চারি কন্যা দিবেন জনক।
রাম বলিলেন, প্রভু! করি নিবেদন,
সব ভাই হেথা নাই, করিব কেমন।
ইহাতে বাধক আর আছে, মুনিবর!
তাহার বিধান আগে করহ সত্বর।
পিতার অজ্ঞাতে, বিনা পিতার সম্মতি,
বিবাহ করিতে মম না হইবে মতি (২)।
আমার বিবাহ দিতে যদি থাকে মন,
পিতার সমীপে কর সংবাদপ্রেরণ।
রামের বচন শুনি, গাধির নন্দন
কহিলেন জনকেরে সর্ব্ব বিবরণ।

(১) যে বা যাহা বাধা দেয়, বাধাদায়ক, প্রতিবন্ধক।
(২) ইচ্ছা, প্রবৃত্তি।

২৬। মুনি বলিলেন, শুন, জনক রাজন্!
দশরথে আনিতে পাঠাও এক জন।
রাজা বলিলেন, মুনি! করি নিবেদন,
তোমা ভিন্ন কে যাইবে অযোধ্যা ভুবন।
এ কথা শুনিয়া, মুনি ভাবিলেন মনে,
ঘটক (১) হইয়া যাই অযোধ্যা ভুবনে।
এই যশ আমার ঘুষিবে ত্রিভুবনে,
বিবাহ দিলাম আমি শ্রীরাম লক্ষ্মণে।

২৭। এতেক ভাবিয়া, মুনি করিলা গমন;
সিদ্ধাশ্রমে (২) সর্ব্ব জনে দিলা দরশন।
সুধায় সকলে তাঁরে, কি শুনি কৌতুক,
রাম নাকি ভাঙিয়াছে হরের ধনুক।
মুনি কন, করিবারে সীতার কল্যাণ,
হরধনু রামহস্তে হৈল দুই খান।
বিশ্বামিত্র, সিদ্ধাশ্রম পশ্চাৎ করিয়া,
জহ্নুতনয়ার কূলে উত্তরিলা গিয়া।

---

(১) যে ব্যক্তি, মধ্যবর্ত্তী হইয়া, বর ও কন্যা স্থির করিয়া দেন।

(২) সিদ্ধাশ্রমনামক স্বীয় তপোবনে।

গঙ্গা পার হয়ে, চলিলেন মুনিবর
অহল্যা যেখানে ছিল হইয়া পাথর (১)।
পশ্চাৎ করিয়া অহল্যার তপোবন,
সরযূর তীরে মুনি দিলা দরশন।

২৮। একা দেখি মুনিরে, অযোধ্যাবাসিগণ
হইল আকুলচিত্ত সবে বিলক্ষণ।
এ কথা কহিল গিয়া রাজার সাক্ষাৎ।
শুনি রাজশিরে যেন হৈল বজ্রাঘাত।
সত্বর বাহিরে আসি, অজের তনয়
কহিলা, না দেখি রামে, আকুলহৃদয়।
একাকী আইলে মুনি; রামচন্দ্র কই;
রামে না হেরিলে, আমি হতজ্ঞান হই।
যজ্ঞরক্ষা হেতু, রামে লয়ে নিজ বাস,
কে জানে, করিবে, মুনি! মম সর্ব্বনাশ(২)।

---

(১) রামায়ণে বর্ণিত আছে, অহল্যা পতির শাপে পাথর হইয়াছিলেন। রাম স্পর্শ করিবামাত্র, তিনি পুনরায় নরদেহ ও জীবন পাইয়াছিলেন।

(২) দশরথ ভাবিয়াছিলেন, রাক্ষসের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া, রাম মারা পড়িয়াছেন; নতুবা বিশ্বামিত্রের সঙ্গে অযোধ্যায় আসিতেন।

এত বলি, শোকাকুল হয়ে, নরেশ্বর
অশ্রুপাত করিতে লাগিলা নিরন্তর।

২৯। রাজাকে বুঝায় যত পাত্রমিত্রগণ।
হেন কালে আইলা বশিষ্ঠ তপোধন।
বশিষ্ঠ বলেন, শুন, গাধির নন্দন!
রামের মঙ্গল বল, জুড়াক জীবন।
এই কথা শুনিয়া, কহেন তপোধন,
ভাল মন্দ না জানি, ব্যাকুল কি কারণ।
বশিষ্ঠ বলেন, মুনি! কি কহিব, হায়;
হয়েছি, না হেরি রামে, সবে মৃতপ্রায়।
রাম জ্ঞান, রাম ধ্যান, রাম প্রাণধন;
রাম বিনা অন্ধকার অযোধ্যা ভুবন।
অযোধ্যার অধিপতি রামগতপ্রাণ;
রামে না পাইলে, তাঁর নাহি পরিত্রাণ।

৩০। বিশ্বামিত্র বলিলেন, অজের নন্দন!
রামের অনিষ্টশঙ্কা কর কি কারণ।
কুশলে আছেন রাম লক্ষ্মণ দু ভাই;
তাঁহাদের জন্যে তব কোন চিন্তা নাই।

রামের গুণের কথা কি বলিব আর ;
অবাক হয়েছি, দেখি ক্ষমতা তাঁহার।
তাড়কারে মারিলেন কৌশল্যানন্দন ;
অহল্যার করিলেন শাপবিমোচন ;
করিয়া রাক্ষসবধ রণে, অবিশ্রাম,
সর্ব্বাংশে, করিলা পূর্ণ মম মনস্কাম।
জনক করিয়াছিল ধনুর্ভঙ্গ পণ ;
তাহাতে হারিয়া গেল যত রাজগণ।
শঙ্করের ধনুক করিয়া দুই খান,
লক্ষ্মীরূপা কন্যা রাম পাইলেন দান।
চারি কন্যা দিবেন জনক চারি জনে।
চল মিথিলায়, আর দুই পুত্র সনে।
এ কথা শুনিয়া, রাজা, আনন্দে বিহ্বল,
বন্দিলেন বিশ্বামিত্রচরণযুগল।

৩১। আনন্দে হইল পূর্ণ অযোধ্যা নগর।
শঙ্খধ্বনি হইতে লাগিল ঘর ঘর।
পাইয়া রাজার আজ্ঞা, আনন্দিতমন,
সত্বর সাজিল রাজসৈন্য অগণন।
আশু সুসজ্জিত হৈল রথ শত শত।

বেশ ভূষা করিয়া, আইল লোক যত।
অগ্রে চড়িলেন রথে ব্রাহ্মণনিচয় (১)।
চড়িলেন রথে রাজা, সহ পুত্রদ্বয়।
সঙ্গে চলিলেন মিত্রবর্গ, মন্ত্রিগণ,
বহুসংখ্য সৈন্য, পুরবাসী অগণন।

৩২। সরযূ নদীতে, রাজা, করি স্নান দান,
মিষ্টান্ন ভোজন কৈলা, মিষ্ট জল পান।
সত্বর, সরযূ নদী উত্তীর্ণ হইয়া,
তাড়কার কাননেতে প্রবেশিলা গিয়া।
কৌশিক বলেন, শুন, অজের নন্দন!
এই বনে তাড়কার হইল নিধন।
শুনিয়া, বলেন রাজা, আনন্দিতমন,
তাড়কা রাক্ষসী, প্রভু! দেখিব কেমন।
তাড়কার নিকটে গেলেন দশরথ;
দেখেন, পড়িয়া আছে, রুদ্ধ করি পথ।
তাড়কা দেখিয়া, রাজা ভাবিলেন মনে,
ইহারে মারিল রাম বালক কেমনে।

(১) ব্রাহ্মণবর্গ, ব্রাহ্মণসমূহ।

৩৩। তাড়কার বন, রাজা, পশ্চাৎ করিয়া,
অহল্যার আশ্রমেতে উত্তরিলা গিয়া।
পশ্চাৎ করিয়া অহল্যার তপোবন,
গঙ্গাতীরে উপস্থিত হৈলা যশোধন।
নৌকাযোগে গঙ্গা পার হইয়া সত্বর,
সিদ্ধাশ্রমে প্রবেশ করেন নরেশ্বর।

৩৪। রাজার দর্শন পেয়ে, আনন্দিতমন,
আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলা মুনিগণ।
কহিতে লাগিলা সবে, প্রফুল্ল বদনে,
গিয়াছে রাক্ষসগণ কৃতান্তসদনে।
তপোবনে বাস করা হয়েছিল ভার;
তোমার পুত্রের গুণে পেয়েছি নিস্তার।
মুনিপত্নীগণ বলে, রাজা পূর্ণকাম (১);
যাঁহার ঔরসে জন্ম লইলেন রাম।
সিদ্ধাশ্রম, দশরথ, পশ্চাৎ করিয়া,
মিথিলার সন্নিকটে উত্তরিলা গিয়া।

৩৫। দূত গিয়া বার্ত্তা দিল জনক রাজারে।
আগু বাড়ি, লৈলা রাজা অজের কুমারে।

---

(১) যাঁহার মনস্কাম সর্ব্বাংশে পূর্ণ হইয়াছে।

রথ হৈতে নামিলেন অযোধ্যার পতি।
করিলেন জনক আদরে বহু স্তুতি।
জনক বলিলা, রাজা! যদি কর দয়া,
তব চারি পুত্রে দেই চারিটি তনয়া।
দশরথ বলিলেন, শুনহ, জনক!
সমস্ত হয়েছে স্থির, কি আছে বাধক।

৩৬। উভয়ে হইল শিষ্টাচারসম্ভাষণ (১)।
বিদায় হইয়া, রাজা করেন গমন।
যে ভবনে ছিলা অবস্থিত রঘুবীর;
সত্বর চলিলা তথা দশরথ ধীর।
পিতার সংবাদ পেয়ে, হইয়া বাহির,
বন্দিলেন পিতৃপদদ্বয় রঘুবীর।
পিতারে চরণদ্বয় বন্দিলা লক্ষ্মণ।
ভরত শত্রুঘ্ন বন্দে রামের চরণ।
লক্ষ্মণ বন্দিলা গিয়া ভরতে তখন।
শত্রুঘ্ন বন্দিলা পরে সোদর লক্ষ্মণ।
চারি ভ্রাতা পরস্পরে করে আলিঙ্গন।
হর্ষে পুলকিততনু অজের নন্দন।

---

(১) শিষ্টাচারসহকৃত পরস্পর আলাপ।

রামের রাজ্যাভিষেক

৩৭। বৃদ্ধ রাজা দশরথ, শিরে শুভ্র কেশ,
আসন বসন শুভ্র, শুভ্র সর্ব্ব বেশ।
রাজত্ব করেন রাজা, বসি সিংহাসনে।
আইলা সকল রাজা রাজসম্ভাষণে (১)।
হস্তী, অশ্ব, নানা রত্ন, নানা আভরণ
বিবাহযৌতুক রামে দিলা রাজগণ।
নমস্কার করি, বলে, জোড় করি হাত,
মহারাজ দশরথ! তুমি লোকনাথ।
এক নিবেদন করি, শুন, নৃপবর!
রাজা কর রামচন্দ্রে সর্ব্বগুণাকর (২)।
রামতুল্য বীর আর নাহি ত্রিভুবনে।
রাম রাজা হইলে, আনন্দ সর্ব্ব জনে॥

(১) রাজার নিকটে কোনও বিষয়ে আবেদন করিবার নিমিত্ত।

(২) রামচন্দ্রের বিশেষণ।

৩৮। মনে আনন্দিত অতি, শুনিয়া বচন ;
বাক্‌ছলে, সবার বুঝেন রাজা মন।
শ্রীরাম হইলে রাজা, সবার সন্তোষ ;
বল সবে, আমি কিবা করিয়াছি দোষ।
পুত্রবৎ পালি প্রজা পরম যতনে ;
রাজ্যচ্যুত কর মোরে, বল, কি কারণে।
অন্তরে হর্ষিত নৃপ, বাহিরে কুপিত।
নৃপতির কোপ দেখি রাজারা কম্পিত।
সকলে শঙ্কিত দেখি, দশরথ কয়,
পরিহাস করিলাম, না করিও ভয়।
ডাকি আন বশিষ্ঠেরে কুলপুরোহিত (১)।
রামে রাজা কর সবে, হয়ে আহ্লাদিত।

৩৯। নৃপতির অনুজ্ঞা পাইয়া, হৃষ্টমন,
করিলা সকলে তাঁর চরণবন্দন।
নৃপ বলিলেন, শুন, পাত্রমিত্রগণ !
রামে রাজা করিব, করহ আয়োজন।
নানা পুষ্পে সুশোভিত, রম্য, চৈত্র মাস।

---

(১) বশিষ্ঠের বিশেষণ।

রাম কালি রাজা হবে; আজ অধিবাস(১)।
শ্রীরামের অধিবাসে যত দ্রব্য চাই;
সে সকল আনি, দেহ বশিষ্ঠের ঠাঁই।
সুমন্ত্র সারথি! তুমি যাও হে সত্বর;
রথে করি আন রামে আমার গোচর (২)।
আজ্ঞা পেয়ে, শীঘ্রগতি, সুমন্ত্র চলিল;
দশরথসন্নিধানে রামেরে আনিল।
বহু দূরে, রথ হৈতে নামিলেন রাম,
পিতার পদারবিন্দে করিলা প্রণাম।

৪০। কাছে বসাইয়া, রাজা পুত্রেরে শিখান
রাজনীতি, ধর্ম্ম, আর বিবিধ বিধান (৩)।
প্রথম রাণীর তুমি প্রথম নন্দন;
ভূপতি হইয়া, কর প্রজার পালন।
রাজনীতি শিক্ষা কর, অবহিত মনে।
রাজনীতি অনুসারে, চলিও যতনে।

---

(১) বিবাহ, রাজ্যাভিষেক প্রভৃতি শুভ কর্ম্মের পূর্ব্ব দিনে অনুষ্ঠীয়মান পূজা প্রভৃতি ক্রিয়া।

(২) কাছে, নিকটে।

(৩) নানাবিধ কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

পরহিংসা, পরপীড়া না করিও মনে।
কভু না করিও, রাম! লোভ পরধনে।
শক্র যদি লয়, বৎস! আশ্রয় তোমার,
সর্ব্ব যত্নে, সদা রক্ষা করিও তাহার।
নিরন্তর ধর্ম্মকর্ম্ম করিও বিহিত।
না হইও গুরুজনে ভক্তিবিরহিত।
করিও, অশেষ যত্নে, যশের সঞ্চয়।
সর্ব্ব লোকে দয়ালু হইও সদাশয়।
পরহিংসা, পরপীড়া করে যেই জন;
শাস্ত্র অনুসারে, তার করিও শাসন।
দুঃখিত, অনাথ, রাম! যদি কেহ হয়;
তাহারে পালিও সদা, হইয়া সদয়।

৪১। রাজনীতি মহীপতি শিখান রামেরে।
শুনিয়া, কৌশল্যা রাণী হর্ষিত অন্তরে।
রামের কল্যাণে, রাণী করে নানা দান,
স্বর্ণ, রৌপ্য, অন্ন, বস্ত্র বহুপরিমাণ।
যত যত লোক আছে, যত যত স্থানে;
সবে আনাইয়া, রাণী তোষে নানা দানে।

———

ভরতের রামান্বেষণে গমন

ভরত মাতুলালয় হইতে অযোধ্যায় আসিয়া দেখিলেন, রাম, লক্ষ্মণ ও জানকী সমভিব্যাহারে, বনবাসে গিয়াছেন ; দশরথ সেই শোকে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তিনি পিতৃকার্য্য করিয়া, রামকে অযোধ্যায় আনিবার নিমিত্ত, তাঁহার অন্বেষণে নির্গত হইলেন ; নানা স্থানে অনেক অন্বেষণ করিলেন ; কিন্তু কোনও স্থানে কোনও সন্ধান না পাইয়া, অন্বেষণ করিতে করিতে, ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। তথায় আতিথ্যগ্রহণ পূর্ব্বক, পরম সুখে রজনীযাপন করিয়া, প্রাতঃকালে, তিনি, মুনির নিকটে গিয়া, রামের সংবাদজিজ্ঞাসা করিলেন।

৪২। প্রভাতে, ভরত গিয়া মুনিরে সম্ভাষে,
ছিলাম পরম সুখে তোমার নিবাসে।
কহ, মুনি ! কোথা গেলে, পাইব শ্রীরাম ;
উপদেশ করিয়া, পুরাও মনস্কাম।
মুনি বলে, জানিলাম, ভরত ! তোমারে ;
তব তুল্য রামভক্ত না দেখি সংসারে।

চিত্রকূট পর্ব্বতে আছেন রঘুবীর।
তথা গেলে দেখা হবে, এই জান স্থির।
অন্য অন্য মুনিগণ দিলা তাহে সায়।
ভরতের সৈন্য চিত্রকুট দিকে ধায়।

৪৩। দশ দিক্ হইল ধুলায় অন্ধকার।
হইল ভরতসৈন্য যমুনার পার।
রামের সন্ধান পেয়ে, প্রফুল্ল অন্তরে,
বায়ুবেগে চলে সবে, বিলম্ব না করে।
যত হয় চিত্রকূট পর্ব্বত নিকট;
তত তথাকার লোক ভাবয়ে সঙ্কট (১)।
চিত্রকূটপর্ব্বতনিবাসী মুনিগণ,
রামচন্দ্র সহবাসে, সদা হৃষ্টমন;
সৈন্যকোলাহল শুনি, সভয় অন্তরে,
রক্ষা কর, রামচন্দ্র! বলে উচ্চৈঃ স্বরে।

৪৪। হেন কালে, ভরত, নিতান্ত দীনবেশ,
করিলেন শ্রীরামের আশ্রমে প্রবেশ।
গলবস্ত্র ভরত, নয়নে বহে নীর,

---

(১) বিপদ।

পথপর্য্যটনে অতি মলিন শরীর ;
পড়িলেন শ্রীরামের চরণকমলে।
আদরে শ্রীরাম তাঁরে লইলেন কোলে।
ভরত কহেন, ধরি রামের চরণ,-
কার বাক্যে, রাজ্য ছাড়ি, বনে আগমন।
বামা জাতি, স্বভাবতঃ, বামা(১)বুদ্ধি ধরে।
তার বাক্যে, কে কোথা গিয়াছে দেশান্তরে(২)।
অপরাধ ক্ষমা কর, চল নিজ দেশ ;
সিংহাসনে বসিয়া, ঘুচাও মনঃক্লেশ।
অযোধ্যাভূষণ তুমি, অযোধ্যার সার ;
তোমা বিনা অযোধ্যায় দিনে অন্ধকার।
চল, প্রভু ! অযোধ্যায়, লহ রাজ্যভার ;
দাসবৎ কর্ম্ম করি, আজ্ঞা অনুসার (৩)।

৪৫। শ্রীরাম বলেন, তুমি, ভরত ! পণ্ডিত ;
না বুঝিয়া, হেন বল, এ নহে উচিত।

---

(১) কুটিল।

(২) রাম কেকয়ীর বাক্যে বনবাসে গিয়াছিলেন। এজন্য, ভরত, আক্ষেপ করিয়া, এইরূপ বলিলেন।

(৩) তোমার আজ্ঞা অনুসারে, দাসের ন্যায় কর্ম্ম করিব।

মিথ্যা অনুযোগ কেন কর বিমাতায় ;
বনে আইলাম আমি, পিতার আজ্ঞায়।
চতুর্দ্দশ বৎসর পালিয়া পিতৃকথা (১),
অযোধ্যায় যাব আমি ; না হবে অন্যথা।
থাকুক সে সব কথা, শুনিব সকল ;
বলহ, ভরত ! অগ্রে, পিতার কুশল।
বশিষ্ঠ কহিলা, রাম ! না বলিলে নয় ;
স্বর্গবাসে গিয়াছেন রাজা মহোদয়।

৪৬। শুনি মূর্চ্ছাগত রাম, জানকী, লক্ষ্মণ,
ভূমিতে লুটিয়া, বহু করেন রোদন।
বশিষ্ঠ বলেন, শুন ব্যবস্থা ইহার,
শাস্ত্রমতে, তিন দিন অশৌচ তোমার।
পিতৃশ্রাদ্ধ করিতে জ্যেষ্ঠের অধিকার ;
তিন দিন গেলে, শ্রাদ্ধ করহ রাজার।
সম্বর সম্বর (২) শোক, রাম ! মহামতি ;
তোমারে বুঝায়, হেন কাহার শকতি।

---

(১) পিতৃবাক্য, পিতার আজ্ঞা।

(২) সঙ্কোচ কর, লাঘব কর।

৪৭। রাম বলিলেন, গুরো ! কুলপুরোহিত,
যথাকালে, পিতৃশ্রাদ্ধ করিব বিহিত।
এই বলি, রাম, সীতা লক্ষ্মণ সহিত,
হইলেন ফল্গুনদীতীরে উপস্থিত।
স্নান করি, তীরেতে বসিলা তিন জন।
চারি দিকে ঘেরিয়া, বসিল বন্ধুগণ।
বশিষ্ঠের আজ্ঞামত কর্ম্মচারিগণ
করিল শ্রাদ্ধের যথোচিত আয়োজন।
তপোবনে ছিলেন যতেক মুনিগণ ;
করিলেন রাম সকলের নিমন্ত্রণ।
শ্রাদ্ধকার্য্য অনুষ্ঠিত হৈল ফল্গুতীরে ;
পিতৃপিণ্ড সমর্পিত হৈল ফল্গুনীরে।
যথাবিধি করি রাম ক্রিয়াসমাপন,
দীন জনে বিতরিলা (১) বহুসংখ্য ধন।
ধনলাভে তুষ্ট হয়ে, বলিল সকলে,
রামসম পুণ্যশীল নাই ভূমণ্ডলে।

৪৮। বলিলেন রামেরে বশিষ্ঠ মহাশয়,

---

(১) বিতরণ করিলেন।

ভরতের প্রতি, রাম! কি অনুজ্ঞা হয়।
তোমা বিনা ভরতের আর নাহি গতি।
বুঝিয়া, ভরতে রাম! কর অনুমতি।
রাম বলিলেন, মুনি! কি বলিব আর;
প্রাণের অধিক হয় ভরত আমার।
ভরতে আমার কভু নাহি অন্যভাব;
ভরত করিলে রাজ্য মম রাজ্যলাভ।
যাও, ভাই ভরত! ত্বরিত, অযোধ্যায়;
মন্ত্রিগণ সহ, রাজ্য করহ তথায়।
সিংহাসন শূন্য আছে, ভয় হয় মনে;
কোন শত্রু আপদ ঘটাবে কোন ক্ষণে।
সকল বিষয়ে তুমি আছ সুবিদিত;
সর্ব্বদা চলিবে, বিবেচিয়া হিতাহিত।
চতুর্দ্দশ বর্ষ বনে বসতি করিব।
তদন্তে সকলে পুনঃ মিলিত হইব।

৪৯। যোড় হস্তে, ভরত বলেন সবিনয়,
কেমনে রক্ষিব (১) রাজ্য, মম কার্য্য নয়।

---

(১) রক্ষা করিব।

তোমার পাদুকা দেহ ; করি তায় রাজা ;
তবে সে পারিব, প্রভু ! পালিবারে প্রজা।
তোমার পাদুকা যদি থাকে সিংহাসনে ;
রাজত্ব করিব আমি, নিরাতঙ্ক (১) মনে।
রাম বলিলেন, তুমি অতি সদাশয় ;
পাদুকা লইয়া যাও, যদি ইচ্ছা হয়।

৫০। শ্রীরামের পাদুকা ভরত শিরে ধরে,
ভাবে পুলকিততনু, প্রফুল্ল অন্তরে।
পাদুকার অভিষেক করিয়া তথায়,
চলিলেন ভরত, শ্রীরামের আজ্ঞায়।
যাত্রাকালে উঠে মহা ক্রন্দনের রোল (২)।
কোন জন শুনিতে না পায় কার বোল(৩)।
কাঁদেন কৌশল্যা রাণী, রামে করি কোলে ;
বসন ভিজিল তাঁর নয়নের জলে।
সুমিত্রা কাঁদেন, কোলে করিয়া লক্ষ্মণে।
সকলে রোদন করে সীতার কারণে।

---

(১) নির্ভয়, নিরুদ্বেগ।

(২) শব্দ, ধ্বনি।

(৩) কথা, বাক্য।

ভরতেরে বিদায় করিয়া, রঘুবীর
চিত্রকূটে কিছু দিন রহিলেন ধীর (১)।

(১) রঘুবীরের বিশেষণ।

PRINTED BY YAJNESWARA MUKHOPADHYAYA
AT THE SANSKRIT PRESS
NO 62, AMHERST STREET, CALCUTTA.
1888.